CIVIL SERVICES (MAIN) EXAM-2022

CRNA–C–BNGL

বাংলা

(আবশ্যিক)

নির্ধারিত সময় : 3 ঘণ্টা	পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1. নিম্নলিখিত যে কোনো **একটি** বিষয়ে *600* শব্দের প্রবন্ধ রচনা করুন : 100

(a) নবীকৃত শক্তি : সম্ভাবনা এবং কাঠিন্য

(b) যোগাযোগজনিত বিপ্লবের গুরুত্ব

(c) খেলাধুলোয় বাণিজ্যিকরণের বৃদ্ধি

(d) স্বাস্থ্যে খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন : 12×5=60

ঔপনিবেশিক শাসন প্রভূত পরিমাণে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। ব্রিটিশরা তাদের অনুপুঙ্খ-নথি নিজেদের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্মের জন্য রাখত যাতে তাদের বাণিজ্যিক বিষয়গুলি নিয়মানুগ থাকে। ক্রমবর্ধমান শহরগুলিতে জীবনের গতি এবং দিশার উপর নজর রাখার জন্য ব্রিটিশরা নিয়মিত সমীক্ষা চালাত, পরিসংখ্যানগত উপাত্ত জোগাড় করত এবং বিভিন্ন ধরনের সরকারি রিপোর্ট প্রকাশ করত।

সূচনার বছর থেকেই ঔপনিবেশিক সরকার মানচিত্র নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী ছিল। সরকার বিশ্বাস করত ভালো মানচিত্র প্রয়োজনীয় ছিল ভূদৃশ্য এবং ভূসংস্থান বোঝার জন্য। এই অবগতি তাদের সাহায্য করত এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে। যখন শহর বাড়তে লাগল তখন নকশা তৈরি করা হত শুধু শহরের বিকাশের জন্যই নয়, বরং বাণিজ্যের উন্নতি ও নিজেদের ক্ষমতাকে মজবুত করার জন্য। শহরের নকশাগুলি আমাদের অবহিত করত পাহাড়, নদী এবং গাছপালার অবস্থান সম্পর্কে। সুরক্ষা-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা-বিন্যাসে এ সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ ছাড়াও নকশার সাহায্যে ঘাটের অবস্থান, বাড়িগুলির ঘনত্ব ও গুণমান এবং রাস্তার অবস্থা নির্ণয় করা হত এলাকার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা এবং কর-ব্যবস্থার নীতি পরিকল্পনার জন্য।

শহরগুলি পরিচালনের উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ব্রিটিশরা বার্ষিক পুর করের পদ্ধতিগত আদায়ের মাধ্যমে টাকা তোলার চেষ্টা করেছিল। দ্বন্দ্ব এড়াতে কিছু দায়িত্ব তারা নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদেরও দিয়েছিল। পুরসভার মতো প্রতিষ্ঠানে জনগণের আংশিক প্রতিনিধিত্ব আনা হয়েছিল জরুরি পরিষেবা দেওয়ার জন্য—যেমন জলের জোগান, নিকাশি ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ এবং জনস্বাস্থ্য। অপরদিকে পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন রেকর্ড তৈরি হয় যা পুরসভার রেকর্ড রুমে সুরক্ষিত রাখা হয়।

শহরের ক্রমবর্ধমানতা নজরদারিতে থাকত নিয়মিত গণনার মাধ্যমে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন জায়গায়, স্থানীয় স্তরে জনগণনা শুরু হয়েছিল। ১৮৭২ সালে প্রথম সর্বভারতীয় জনগণনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এরপর ১৮৮১ সাল থেকে দশ বার্ষিক (দশ বছর অন্তর) জনগণনা একটি নিয়মিত ব্যবস্থা হয়ে ওঠে। এইসব প্রাপ্ত উপাত্তগুলির (Data) সংগ্রহ ভারতের নগরায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়াশোনার কাজে একটি বহুমূল্য উৎসস্বরূপ।

যখন আমরা এইসব রেকর্ডের দিকে তাকাই তখন বোঝা যায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন বোঝার জন্য আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে সমৃদ্ধ উপাত্ত। রোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে সীমাহীন সারণী, যা বয়স, লিঙ্গ, জাতি এবং পেশা অনুসারে বিশাল সংখ্যার হিসেব দিত তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্তির সৃষ্টি হত। ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই সংখ্যাগুলি ভুল হতেই পারে বলে মনে করেছেন। এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করার আগে আমাদের জানা দরকার এই উপাত্তগুলি কারা, কেন, কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। আমাদের আরো জানা প্রয়োজন কোন্ বিষয়গুলির পরিমাপন হয়েছে, আর কোনগুলির নয়।

(a) ঔপনিবেশিক শাসন চালানোর ক্ষেত্রে উপাত্তগুলির কী গুরুত্ব ছিল?

(b) ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে মানচিত্র তথা নকশাগুলি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

(c) ঔপনিবেশিক রেকর্ডগুলি থেকে কীভাবে নগরায়ন সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যেতে পারে?

(d) ঐতিহাসিকরা কেন বিশ্বাস করেন যে উপাত্তগুলি সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়?

(e) ঔপনিবেশিক শাসকদের কর-নীতি কেমন ছিল?

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় **এক-তৃতীয়াংশ** শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনো শীর্ষক দেবার প্রয়োজন নেই : 60

সাধারণত 'উন্নয়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো বিশেষ সমাজের অবস্থা বর্ণনায় এবং তাদের দ্বারা উপলব্ধ পরিবর্তনের পদ্ধতির সূত্রে। দীর্ঘ সময় ধরে মানব ইতিহাসে সমাজের অবস্থা সবিশেষভাবে নির্ণীত হত মানবসমাজ এবং তাদের জৈব-ভৌতিক (Bio-physical) পরিবেশের আদান-প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে। মানুষ এবং তার পরিবেশের মধ্যে আদান-প্রদানের পদ্ধতি নির্ভর করে কী প্রযুক্তি এবং কোন্ সংস্থা একটি সমাজের দ্বারা পুষ্ট হয় তার উপরে। মানব পরিবেশের আদান-প্রদানের গতি বৃদ্ধিতে যখন প্রযুক্তি এবং সংস্থা সাহায্য করেছিল তখন পরিবর্তে প্রযুক্তিগত উন্নতির বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং সংস্থাগুলির সৃষ্টি ও রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। সুতরাং উন্নয়ন হল একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং এটি অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশের সদর্থক ও অপরিবর্তনীয় রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।

উন্নয়নের ধারণাটি গতিশীল এবং এটি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভূত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সমার্থক ছিল যা মাপা হত সকল রাষ্ট্রীয় উৎপাদন (GNP), প্রতি ব্যক্তির আয় এবং প্রতি ব্যক্তির উপভোগের সময়-নির্ভর বৃদ্ধির সঙ্গে। কিন্তু অসমান বিতরণের জন্য যে সব দেশে উচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ছিল তারাও দ্রুত দারিদ্রের মুখোমুখি হয়েছিল। সুতরাং ১৯৭০-এর দশকে 'পুনর্বিতরণের সঙ্গে বৃদ্ধি' ও 'বৃদ্ধি এবং সমানতা' ধরনের বাক্যাংশ উন্নয়নের সংজ্ঞায় পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পুনর্বিতরণ এবং সমানতা-সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে এটি অনুধাবন করা যায় যে উন্নয়নের ধারণাটিকে কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমিত রাখা যায় না। এতে আরও যুক্ত হয় মানুষের কল্যাণ তথা বেঁচে থাকার মান, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের সমান সুযোগ পাওয়ার বিষয়গুলিও। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত উন্নয়নের ধারণাটি একটি বহুবিস্তারী সামাজিক এবং পার্থিব ক্ষেত্রে সমাজের সকল মানুষের ভালো থাকা বোঝাত।

১৯৬০-এর দশকের শেষে পশ্চিমী দুনিয়ায় পুষ্টিসাধক উন্নয়নের ধারণাটি উদ্ভূত হয় পরিবেশ-সম্বন্ধীয় বিষয়ের সাধারণ বৃদ্ধির কারণে। এর ফলে পরিবেশের উপর শিল্পগত বিকাশের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবের বিষয়ে মানুষের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল।

পরিবেশগত বিষয় নিয়ে বৈশ্বিক মানবসমাজের চিন্তাবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করে 'বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়ন আয়োগ' (WCED), যার শীর্ষে ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হার্লেম ব্রান্টল্যান্ড। এই আয়োগ ১৯৮৭ সালে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার শিরোনাম ছিল 'আওয়ার কমন ফিউচার' (যা ব্রান্টল্যান্ড রিপোর্ট নামেও পরিচিত)। WCED পরিপোষক উন্নয়নের একটি সহজ, সরল এবং সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রস্তুত করে। এই রিপোর্ট পরিপোষক উন্নয়নের অর্থ হিসেবে চিহ্নিত করে— "এমন এক উন্নয়ন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আবশ্যিকতার পূর্ণতাকে প্রভাবিত না করে বর্তমান প্রজন্ম দ্বারা নিজের আবশ্যিকতাকে পূর্ণ করে।"

(শব্দসংখ্যা : ৩৪৮)

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন : 20

প্রেমচাঁদ বলেছিলেন, গল্প আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। প্রশ্ন সেগুলিকে গ্রহণ করা নিয়ে। এর কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক বস্তুর আছে এক নিজস্ব জীবন, অন্যদের চেয়ে যা আলাদা। এর একটা সূচনা, বিকাশ এবং পরিসমাপ্তিও থাকে। সকলেরই কোনো না কোনো গল্প থাকে। যেমন এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তির হুবহু মিল হয় না, ঠিক তেমনই তার জীবনের গল্প অন্য কারোর সঙ্গে ঠিক মেলে না।

এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে নিজের কথা লিখতে পারেন না। আমার আত্মজীবনী আমারই জীবনের কথা। এই কথা কেবল আমারই কথা। আর যেখানে আমার জীবন অপর জীবনকে ছুঁয়ে যায় সেখানেই তা অপরের কথাও হয়ে ওঠে। যেখানে আমার জীবন, আমার সময়, সমাজ বা সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে; সেখানে তা সকলের কথা হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনই একটা গল্প হয়ে ওঠার যোগ্য।

আপনি কলম হাতে নিন এবং কাগজে কিছু লিখতে শুরু করুন। সবচেয়ে ভালো হল নিজের জীবন নিয়ে লিখতে শুরু করা। শৈশব থেকে যা কিছু আপনি পেরিয়ে এসেছেন সবই লিখে ফেলার যোগ্য। একেই তো আত্মজীবনী বলা হয়। আত্মকথার প্রথম শর্ত হল সব কথা সহজ ও সত্যভাবে তুলে ধরা।

এর জন্য অভ্যাস জরুরি। আর জরুরি, নৈতিক সাহস। যদি পুরো আত্মকথা নাও-বা লেখা যায় অন্তত একটা স্মৃতিকথা বা ডায়েরি তো লেখাই যায়। বহুদিনের বা বছরের ডায়েরি আত্মকথার সৃষ্টি করে।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

Socrates was one of the celebrated Greek thinkers who became very influential in the development of Greek philosophy in particular and Western philosophy in general.

Socrates tried to bring radical changes in the society. But his attempts in the social field were not accepted and appreciated by the authorities. But convinced of his principles Socrates continued his efforts. The authorities considered him as a threat to their existence and as a result he was arrested and sent to prison. Later, he was given capital punishment because he was frank and outspoken. When he received the news of the death penalty he was not at all shaken.

It confused all the officials and even Socrates' own disciples because they had never seen a person accepting the news of his death penalty with a smiling face. When asked why so, he replied, "I have been preparing for death all my life. I have never done anything wrong to any man. That is why I am able to accept even death with a smiling face."

In his use of critical reasoning, by his unwavering commitment to truth and through the vivid example of his own life, Socrates set the standard for all subsequent Western philosophy.

6. *(a)* শব্দযুগলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন : 2×5=10

(i) কর্তৃ, কর্ত্রী

(ii) উৎপল, উপল

(iii) দুকুল, দুকূল

(iv) চির, চীর

(v) প্রকার, প্রাকার

(b) অশুদ্ধি সংশোধন করুন : 2×5=10

(i) শারিরিক

(ii) উপকারীতা

(iii) মরিচিকা

(iv) সত্ত্বা

(v) শুণ্য

(c) বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন : 2×5=10

(i) আপ্যায়ন

(ii) উদ্ধত

(iii) পরিশ্রমী

(iv) জোড়

(v) মুখর

(d) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) অমাবস্যার চাঁদ

(ii) আক্কেল গুড়ুম

(iii) কেউকেটা

(iv) গোবর গণেশ

(v) ছাই চাপা আগুন

★★★